মেহেরপুরে শহীদ মিনারগুলোতে জনতার ঢল

মেহেরপুরে একুশের প্রথম প্রহরে গভীর শ্রদ্ধা ও ভালোবাসায় জাতির শ্রেষ্ঠ সন্তানদের আত্মত্যাগের প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদন করা হয়েছে।

মহান শহীদ দিবস ও আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবসের প্রথম প্রহরে রাত ১২টা ১ মিনিটে মেহেরপুর কেন্দ্রীয় শহীদ মিনারে পুষ্পস্তবক অর্পণ করেন সর্বস্তরের মানুষ।

এ সময় নেপথ্যে বাজছিল অমর একুশের কালজয়ী গান ‘আমার ভাইয়ের রক্তে রাঙানো একুশে ফেব্রুয়ারি’। পাশাপাশি মাইক্রোফোনে ভাষা আন্দোলনের ইতিহাস তুলে ধরেন কর্মরত ব্যক্তিরা।

রাত ১২টা ১ মিনিট থেকে মেহেরপুর জেলা প্রশাসক ড. সৈয়দ এনামুল কবীর, পুলিশ সুপার উজ্জ্বল কুমারসহ বিভিন্ন রাজনৈতিক, সামাজিক, সাংস্কৃতিক ও পেশাজীবী সংগঠনের নেতারা শ্রদ্ধাঞ্জলি নিবেদন করেন।

পরে প্রেসক্লাবসহ বিভিন্ন রাজনৈতিক, সামাজিক ও সাংস্কৃতিক সংগঠনের নেতাকর্মীরা পুষ্পস্তবক নিয়ে দীর্ঘ লাইনে দাঁড়িয়ে জাতির শ্রেষ্ঠ সন্তান ভাষাশহীদদের প্রতি শ্রদ্ধা জানান।

এদিকে দিনটি উপলক্ষে গাংনী উপজেলা প্রশাসনের পক্ষ থেকে শহীদ মিনারে পুষ্পস্তবক অর্পণ করেন গাংনী উপজেলা নির্বাহী অফিসার আনোয়ার হোসেন ও উপজেলা সহকারী কমিশনার (ভূমি) নাবিদ হোসেন।

পরে গাংনী উপজেলা মুক্তিযোদ্ধা কমান্ডের পক্ষে ভারপ্রাপ্ত কমান্ডার আনোয়ার হোসেন, মেহেরপুর জেলা মুক্তিযোদ্ধা কমান্ডের আহ্বায়ক সামসুল আলম সোনা, গাংনী থানার পক্ষে ওসি উত্তম কুমার দাস ও ওসি (তদন্ত) আব্দুল্লাহ আল মামুন, গাংনী কৃষি অফিসের পক্ষে ভারপ্রাপ্ত কৃষি অফিসার মতিয়র রহমান, গাংনী পৌরসভার পক্ষে প্রশাসক আনোয়ার হোসেন, উপজেলা স্বাস্থ্য বিভাগের পক্ষে, পল্লী বিদ্যুৎ, ফায়ার সার্ভিস, আনসার ভিডিপিসহ বিভিন্ন সংগঠন পুষ্পস্তবক অর্পণ করেন। পরে শহীদদের আত্মার মাগফিরাত কামনা করে দোয়া করা হয়।

অমর একুশে উপলক্ষে মেহেরপুর জেলা জামায়াতের আলোচনা সভা

অমর একুশে ও আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস উপলক্ষে মেহেরপুর জেলা জামায়াতে ইসলামীর উদ্যোগে আলোচনা সভা ও দোয়া অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়েছে। শনিবার সকালে জেলা জামায়াতে ইসলামীর কার্যালয়ে এ আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়।

মেহেরপুর-১ আসনের সংসদ সদস্য ও জেলা জামায়াতের আমির তাজউদ্দিন খানের সভাপতিত্বে সভায় বক্তব্য রাখেন জেলা জামায়াতে ইসলামীর সেক্রেটারি ইকবাল হোসেন, রাজনৈতিক সেক্রেটারি কাজী রুহুল আমিন, নায়েবে আমির মাহবুবুল আলম, পৌর আমির সোহেল রানা ডলার এবং জেলা বিএমএ’র সভাপতি ডা. আব্দুস সালাম প্রমুখ।

বক্তারা মহান ভাষা আন্দোলনের শহীদদের আত্মত্যাগের গুরুত্ব তুলে ধরে বলেন, মাতৃভাষা বাংলার মর্যাদা রক্ষায় সবাইকে ঐক্যবদ্ধভাবে কাজ করতে হবে। তারা নতুন প্রজন্মকে ভাষা আন্দোলনের সঠিক ইতিহাস জানার আহ্বান জানান।

আলোচনা সভা শেষে ভাষা শহীদদের আত্মার মাগফিরাত কামনায় বিশেষ দোয়া অনুষ্ঠিত হয়।

মেহেরপুরের ভাষা সংগ্রামীরা কেউ ইতিহাসেও বেঁচে নেই

ভাষা আন্দোলনর সময় প্রায় অখ্যাতই ছিল ভারত সীমান্তঘেঁষা প্রান্তিক মহকুমা শহর মেহেরপুর। যার পরিচিতি ঘন আমবাগান আর পলাশীর ঐতিহাসিক স্মৃতির সঙ্গে ওতপ্রোতভাবে জড়িত।

কিন্তু ইতিহাসের সেই নীরব জনপদ ১৯৪৮ থেকে ১৯৫৫ মাতৃভাষা বাংলাকে রাষ্ট্রভাষা করার দাবিতে জেগে উঠেছিল দৃঢ় প্রতিবাদে। রাষ্ট্রভাষা বাংলা চাই, রাজবন্দীদের মুক্তি চাই, পুলিশি জুলুম চলবে না স্লোগানে মুখর হয়েছিল পথঘাট।

ভাষাসংগ্রামীদের স্মৃতিচারণে জানা যায়, ১৯৪৮ সালের ১১ মার্চ মেহেরপুরে হরতাল পালিত হয়। “উর্দুই হবে রাষ্ট্রভাষা” ঘোষণার বিরুদ্ধে মেহেরপুর হাইস্কুলের শিক্ষার্থীরা ধর্মঘট ও বিক্ষোভে অংশ নেন। প্রশাসনের রক্তচক্ষু উপেক্ষা করে শহরজুড়ে ছাত্রমিছিল বের হয়। রাজনৈতিকভাবে প্রান্তিক হলেও চেতনায় পিছিয়ে ছিল না এই শহর।

১৯৫১ সালের এপ্রিল মাসে আন্দোলন আবারও বেগবান হয়। ১৯৫২ সালের ২১ ফেব্রুয়ারি ঢাকায় গুলিবর্ষণ ও হতাহতের খবর পৌঁছালে মেহেরপুরে তীব্র প্রতিক্রিয়া দেখা দেয়। ২২ ফেব্রুয়ারি সমাবেশের ডাক দেওয়া হয়। মুন্সী সাখাওয়াত হোসেনের নেতৃত্বে আওলাদ হোসেন, কাওসার আলী, ইসমাইল হোসেনসহ শিক্ষার্থীরা পোস্টারিং ও পিকেটিংয়ে সক্রিয় ভূমিকা রাখেন।

২৪ ফেব্রুয়ারি একটি বিক্ষোভ মিছিল শহর প্রদক্ষিণকালে পুলিশ টিয়ার গ্যাস নিক্ষেপ করেও তা ছত্রভঙ্গ করতে পারেনি। কালাচাঁদ হলের সামনে আবুল কালামের সভাপতিত্বে সমাবেশে রাষ্ট্রভাষা বাংলার দাবিতে বক্তারা সরকারের নীতির কঠোর সমালোচনা করেন। ঢাকার ডাকে সাড়া দিয়ে প্রান্তিক মেহেরপুরে ছাত্র-জনতার ঐক্যবদ্ধ পদচারণায় একুশের আন্দোলন নতুন মাত্রা পায়।

ভাষার দাবি তখনও পূরণ হয়নি। ১৯৫৪ সালের ফেব্রুয়ারিতে শহীদ দিবসের প্রভাত ফেরি পালন করতে গিয়ে প্রশাসনের কঠোর দমননীতির মুখে পড়েন আন্দোলনকারীরা। শুক্লা গাঙ্গুলির নেতৃত্বে রিপন গার্লস স্কুলের ছাত্রীরা ওই প্রভাত ফেরিতে যোগ দেন, শিক্ষকদের বাধা উপেক্ষা করে। প্রভাতফেরিতে অংশ নেওয়ার অভিযোগে মেহেরপুর সরকারি বিদ্যালয়ের অষ্টম শ্রেণির ছাত্র মুন্সি সাখাওয়াৎ হোসেন, নজীর হোসেন বিশ্বাস এবং তাঁর সহযাত্রী কদম রসুল, সামসুল আলা, আবুল কাসেম, ইসমাইল হোসেন প্রমুখ গ্রেপ্তার হন। পরে শহরের গণ্যমান্য ব্যক্তিদের তদবিরে তাদের ছাড়িয়ে আনা ছাড়াও বহিষ্কারাদেশ প্রত্যাহার করা হয়। আজ ওই সাতজনের কেউই জীবিত নেই।

রাষ্ট্রভাষা বাংলার দাবিতে মিছিলে অংশ নেওয়া গোলাম কাউসার চানার

পুত্র জি এফ মামুন লাকি জানান, এতদিন ভাষাসংগ্রামীদের মূল্যায়ন বলতে একুশে ফেব্রুয়ারি এলে প্রশাসনের পক্ষ থেকে ফুলের তোড়া দিয়ে সংবর্ধনাই ছিল একমাত্র স্বীকৃতি। ২০২৪ সালের পর সেই আনুষ্ঠানিক সংবর্ধনাও বন্ধ হয়ে গেছে।

মেহেরপুর জেলা প্রেসক্লাবের সাধারণ সম্পাদক মাহবুব চান্দু বলেন, এত বছরেও ভাষাসংগ্রামীদের রাষ্ট্রীয় তালিকা হয়নি। তাঁদের পরিবারগুলোর খোঁজ-খবর নেওয়ারও কোনো উদ্যোগ নেই। এটি ইতিহাসের প্রতি অবহেলা।”

মেহেরপুরের ভাষাসংগ্রামীদের নাম আজও কোনো সরকারি পূর্ণাঙ্গ তালিকায় নেই। তাঁদের অনেকেই প্রয়াত; পরিবারগুলোও অবহেলিত। রাষ্ট্রীয় স্বীকৃতি, সম্মাননা কিংবা আর্থ-সামাজিক সহায়তার বিষয়টি অনিশ্চিতই রয়ে গেছে।

আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবসের স্বীকৃতি অর্জন করা জাতির জন্য এটি এক বেদনাদায়ক প্রশ্ন। প্রান্তিক শহরের যাঁরা রাষ্ট্রভাষার দাবিতে রাস্তায় নেমেছিলেন, গ্রেপ্তার ও বহিষ্কারের ঝুঁকি নিয়েছিলেন, তাঁদের নাম-পরিচয় কি ইতিহাসের প্রান্তেই পড়ে থাকবে?

মেহেরপুরের সচেতন মহল মনে করে, অবিলম্বে ভাষাসংগ্রামীদের যাচাই-বাছাই করে রাষ্ট্রীয় তালিকা প্রণয়ন, তাঁদের পরিবারের খোঁজ-খবর নেওয়া এবং প্রাপ্য সম্মান নিশ্চিত করা জরুরি। নইলে প্রান্তিক এই শহরের অবদান ধীরে ধীরে হারিয়ে যাবে বিস্মৃতির অতলে- আর ইতিহাস হয়ে উঠবে অসম্পূর্ণ।

মেহেরপুরে একুশের প্রথম প্রহরে শহীদ বেদীতে শ্রদ্ধাঞ্জলি

একুশের প্রথম প্রহরে মেহেরপুরের ড. শহীদ সামসুজ্জোহা পার্কের কেন্দ্রীয় শহীদ মিনারের বেদিতে ভাষা শহীদদের প্রতি শ্রদ্ধাঞ্জলি নিবেদন করেছেন জেলা প্রশাসকসহ বিভিন্ন স্তুরের মানুষ।

একুশের প্রথম প্রহর রাত ১২ টা ১ মিনিটে রাষ্ট্রের পক্ষে জেলা প্রশাসক ড. সৈয়দ এনামুল কবিরের শ্রদ্ধা নিবেদনের মধ্যে দিয়ে শ্রদ্ধাঞ্জলি নিবেদন শুরু হয়।

পরে জেলা পুলিশের পক্ষে পুলিশ সুপার উজ্জল কুমার রায়, মেহেরপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য ড. শেখ বখতিয়ার উদ্দিন, অতিরিক্ত জেলা প্রশাসক মোঃ তরিকুল ইসলাম, মেহেরপুর সরকারী কলেজের অধ্যক্ষ ড. এ.কে.এম নজরুল কবির, জেলা পরিষদের প্রশাসক মোঃ গোলাম জাকারিয়া, সদর উপজেলার নির্বাহী কর্মকর্তা (ইউএনও) খাইরুল ইসলাম, বিএনপি চেয়ারপারসনের নিরাপত্তা টিমের পরিচালক (সমন্বয়) ক্যাপ্টেন (অব.) গনী উল আজম, জেলা বিএনপির পক্ষে সভাপতি জাবেদ মাসুদ মিল্টন, সাধারণ সম্পাদক অ্যাড. কামরুল হাসান জেলা বিএনপির পক্ষে, জেলা জামায়াতের পক্ষে রাজনৈতিক সেক্রেটারি রুহুল আমিন ও সেক্রেটারি ইকবাল হোসেন। পরে বিভিন্ন রাজনৈতিক ও সরকারি বেসরকারি বিভিন্ন দপ্তর প্রধানরা স্ব স্ব প্রতিষ্ঠান ও সংগঠণের পক্ষে শ্রদ্ধাঞ্জলি নিবেদন করেন।

মেহেরপুরে বিএনপি প্রার্থীদের পরাজয়ের নেপথ্যে

ত্রয়োদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনে মেহেরপুর-১ ও মেহেরপুর-২ আসনের ফলাফল শুধু রাজনৈতিক পালাবদল নয়, এটি একটি সামাজিক-মনস্তাত্ত্বিক পরিবর্তনের ইঙ্গিত। দীর্ঘদিনের দুই প্রধান প্রতিদ্বন্দ্বীর লড়াইয়ের মাঠে এবার জিতেছে বাংলাদেশ জামায়াতে ইসলামী; ভরাডুবি হয়েছে বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দল-বিএনপির।

মাঠপর্যায়ের অনুসন্ধান বলছে, ভোটাররা কেবল প্রার্থী নয়; আচরণ, শৃঙ্খলা ও নিরাপত্তার প্রতিশ্রুতির ওপর রায় দিয়েছেন।

২০০১ সালে বিএনপির প্রার্থী মাসুদ অরুণ প্রায় ১ লাখ ২ হাজার ভোট পেয়ে জয়ী হন। ২০০৮ সালে একই অঞ্চলে জামায়াত প্রার্থী পান মাত্র ৩৪ হাজার ভোট। কিন্তু এবার জামায়াত প্রার্থী মাওলানা তাজউদ্দিন খান পেয়েছেন ১ লাখ ২১ হাজার ৪৬১ ভোট, বিএনপি প্রার্থী পেয়েছেন ১

লাখ ৪ হাজার ৭৮৭ ভোট। প্রশ্ন উঠছে, এই বিপুল ভোট এলো কোথায় থেকে?

স্থানীয় বিশ্লেষকদের মতে, এটি কেবল দলীয় ভোট স্থানান্তর নয়; বরং ‘নতুন ভোটার সক্রিয়তা’, বিশেষ করে নারী ভোটারদের ব্যাপক অংশগ্রহণ এবং নীরব ভোটারের প্রত্যাবর্তন এবং বিএনপির প্রান্তিক পর্যায়ের নেতা-সমর্থকদের অতি বাড়াবাড়ি ছাড়াও অভ্যন্তরীণ দ্বন্দ্ব দলের প্রার্থীকে পরাজিত করতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রেখেছে।

সংগঠনিক দূর্বলতা, দলীয় অন্তর্কলহ, ৫ আগস্ট পরবর্তী জেলা-উপজেলা, ইউনিয়ন ও পাড়া-মহল্লার নেতাকর্মীদের অবাধ্য আচরণ। হাট-বাজার, খাল-বিল দখল, মামলার ভয় দেখিয়ে আর্থিক সুবিধা ভোগ মানুষকে ভাবিয়ে তোলে। এসবের জবাব দিয়েছে ভোটাররা ব্যালটের মাধ্যমে। আগস্ট ২০২৪ পরবর্তী মেহেরপুরে বিএনপির নতুন কমিটিতে সাবেক এমপি মাসুদ অরুণসহ গুরুত্বপূর্ণ নেতাকর্মীদের মূল্যায়ন না করায় দলে বিরোধ শুরু হয়। নতুন কমিটির সাধারণ সম্পাদক কামরুল হাসান পক্ষ ও সাবেক এমপি মাসুদ অরুণ পক্ষ নিজেদের আধিপত্য বিস্তারে একে অপরের বিরোধীতা করে সভা সমাবেশে বক্তব্য রাখে। একপর্যায়ে মাসুদ অরুণ দলীয় মনোনয়ন পাওয়ার পর কামরুল পক্ষ বিরোধী শিবিরেই রয়ে যায়। যা নির্বাচনে পরাজয়েরও একটি কারণ। তৌফিকুল

ইসলাম নামের একজনের ফেসবুক আইডি থেকে একটি ৪১ সেকেন্ডের কল রেকর্ড ভাইরাল হয়েছে। তাতে শোনা যায় কামরুল ইসলাম দাড়িপাল্লা প্রতীকে ভোট দেবার জন্য আহ্বান জানিয়েছেন।

একাধিক ব্যবসায়ী, ইজারাদার ও গ্রামবাসীর অভিযোগ- ৫ আগস্টের রাজনৈতিক পরিবর্তনের পর বিএনপির কিছু তৃণমূল নেতা হাট-বাজার, খাল-বিল ও স্থানীয় সম্পদ নিয়ন্ত্রণে সক্রিয় মামলাভীতি, সামাজিক চাপে অর্থনৈতিক সুবিধা নেওয়া এবং বিরোধী মতের লোকজনকে ‘১২ ফেব্রুয়ারির পর দেখে নেওয়া’ এমন কথাবার্তা ছড়িয়ে পড়ে। যদিও জেলা বিএনপি নেতৃত্ব আনুষ্ঠানিকভাবে এসব অভিযোগ নাকচ করেছে, তবুও তৃণমূল পর্যায়ে নিয়ন্ত্রণহীনতা স্পষ্ট ছিল বলে স্বীকার করেছেন দলটিরই কয়েকজন সাবেক দায়িত্বশীল নেতা।

একজন ইউনিয়ন পর্যায়ের নেতা বলেন, দল তখন সংগঠন গোছানোর চেয়ে প্রভাব বিস্তারে ব্যস্ত ছিল, এটাই ভুল।

এদিকে জামায়াতে ইসলামী প্রকাশ্য শোডাউনের বদলে ওয়ার্ডভিত্তিক সংগঠন পুনর্গঠন করে। স্থানীয় মসজিদকেন্দ্রিক যোগাযোগ, অসুস্থ-

অসহায়দের পাশে দাঁড়ানো, চিকিৎসা-সহায়তা, শিক্ষাসামগ্রী বিতরণ, এসবের মাধ্যমে তারা সামাজিক আস্থা তৈরি করে।

একজন স্কুল শিক্ষক বলেন, তারা বড় মিছিল করেনি, কিন্তু ঘরে ঘরে গেছে। মানুষ সেটা মনে রেখেছে।

রাজনৈতিক পর্যবেক্ষকদের মতে, বিএনপি যখন ‘ক্ষমতার পরবর্তী প্রভাব’ নিয়ে ব্যস্ত, জামায়াত তখন ‘নির্বাচনের প্রস্তুতি’ নিয়েছে। এবারের নির্বাচনে চোখে পড়েছে নারীদের দীর্ঘ লাইন। বিশেষ করে যেসব পরিবার অতীতে রাজনৈতিক ভয়ে ভোটকেন্দ্রে যেত না, সেইসব নারীরা এবার প্রকাশ্যে ভোট দিয়েছেন। কয়েকটি কেন্দ্রে বিএনপি-বিরোধী পুরুষ কর্মীদের অনুপস্থিতি থাকলেও নারীদের উপস্থিতি ছিল দৃশ্যমান।

বিশ্লেষকদের মতে, নিরাপত্তা ও সামাজিক স্থিতি- এই দুই প্রশ্ন নারী ভোটারদের সিদ্ধান্তে বড় ভূমিকা রেখেছে। এটিকেই অনেকে বলছেন ‘ভোট বিপ্লব’-এর নীরব চালিকাশক্তি। বিভিন্ন কেন্দ্রে দেখা গেছে, বিএনপি বিরোধী পরিচিত পুরুষ নেতাদের উপস্থিতি কম।

স্থানীয়দের ধারণা, ভীতি এড়াতে তারা প্রকাশ্যে আসেননি। তবে তাদের পরিবারের সদস্যরা ভোট দিয়েছেন। এতে বোঝা যায়, ভোটাররা প্রকাশ্য অবস্থানের বদলে গোপন ব্যালটে মত প্রকাশে স্বস্তি পেয়েছেন। কিছু গ্রামে রাজনৈতিক প্রতিহিংসা, বাড়ি থেকে গবাদিপশু নিয়ে যাওয়া, সম্পদ দখলের অভিযোগ, এসব ঘটনা সাধারণ মানুষের মনে অনিশ্চয়তা তৈরি করেছে। অনেকেই প্রকাশ্যে কথা বলতে চাননি; তবে অফ দ্য রেকর্ড স্বীকার করেছেন, ভোট দিয়েছি ভবিষ্যতের নিরাপত্তা ভেবে।

রাজনৈতিক পর্যবেক্ষকরা বলেন, যখন ভোটার মনে করেন ফলাফলের পর তার সামাজিক নিরাপত্তা ঝুঁকিতে পড়তে পারে, তখন তিনি ‘সবচেয়ে কম ঝুঁকির’ বিকল্পকে বেছে নেন। বিএনপির জেলা পর্যায়ের শীর্ষ নেতৃত্ব প্রান্তিক নেতাদের নিয়ন্ত্রণে রাখতে ব্যর্থ হয়েছে, এমন অভিযোগ দলটির ভেতরেও আছে। অন্তর্কলহ, কমিটি বাণিজ্যের অভিযোগ, ত্যাগী কর্মীদের অবমূল্যায়ন, এসব দীর্ঘদিনের ক্ষোভ নির্বাচনে বিস্ফোরিত হয়েছে বলেও মনে করছেন বিশ্লেষকরা।

অন্যদিকে মেহেরপুর-২ আসনে বাংলাদেশ জামায়াতে ইসলামীর মনোনীত প্রার্থী মো. নাজমুল হুদা ৯৬ হাজার ৩০৬ ভোট পেয়ে নির্বাচিত হয়েছেন। এই আসনে তার নিকটতম প্রতিদ্বন্দ্বী বিএনপির মো. আমজাদ

হোসেন ধানের শীষ প্রতীকে পেয়েছেন ৮৫ হাজার ৯৮৮ ভোট।

মেহেরপুর-২ গাংনী আসনে মেহেরপুর জেলা কমিটির সভাপতি জাভেদ মাসুদ মিল্টনের একটি নিজস্ব ভোটব্যাংক আছে। তাকে দলীয় মনোনয়ন না দেওয়াতে তিনিসহ তার সমর্থকদের দলীয় প্রার্থীর পক্ষে সেভাবে মাঠে নামতে দেখা যায়নি। ফলে তার সমর্থকরা প্রকাশ্য শ্লোগান নয়, আচরণের হিসাব কষেছেন। ক্ষমতার সময়ের ব্যবহার, তৃণমূলের সঙ্গে সম্পর্ক, এবং নির্বাচন-পরবর্তী নিরাপত্তার আশ্বাস এই তিন উপাদান নির্ধারণ করেছে গাংনীর ভোটের ফলাফল।

বিএনপির জন্য এটি আত্মসমালোচনার সময়; জামায়াতের জন্য এটি আস্থা ধরে রাখার পরীক্ষা। মেহেরপুরে এবার ভোট ছিল নীরব, কিন্তু রায় ছিল উচ্চকণ্ঠ।

মেহেরপুরে বিএনপি নেতা অ্যাড. কামরুল হাসানের উদ্যোগে ইফতার মাহফিল

বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দল (বিএনপি) মেহেরপুর জেলা শাখার সাধারণ সম্পাদক অ্যাডভোকেট কামরুল হাসানের নিজ উদ্যোগে গতকাল বৃহস্পতিবার রায়পুর গ্রামে এক ইফতার ও দোয়া মাহফিল অনুষ্ঠিত হয়েছে।

অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন জেলা বিএনপির সাধারণ সম্পাদক অ্যাডভোকেট কামরুল হাসান, যিনি তার বক্তব্যে দেশ, জাতি ও দলের কল্যাণ কামনায় সবাইকে ঐক্যবদ্ধভাবে কাজ করার আহ্বান জানান। এ সময় তিনি আগত নেতাকর্মী ও সাধারণ মানুষের সঙ্গে শুভেচ্ছা বিনিময় করেন।
অনুষ্ঠানে আরও উপস্থিত ছিলেন জেলা জাসাসের সদস্য সচিব বাকা বিল্লাহ, সদর উপজেলা বিএনপির সাবেক জয়েন্ট সেক্রেটারি রাকিবুল ইসলাম রিপন, রায়পুর ইউনিয়ন স্বেচ্ছাসেবক দলের সভাপতি হাবিবুর রহমান টুকু, এবং আমদাহ ইউনিয়ন বিএনপির সভাপতি ইলিয়াস বিশ্বাস।

ইফতার মাহফিল শেষে দেশ ও জাতির শান্তি, সমৃদ্ধি এবং দলের অগ্রগতি কামনায় বিশেষ দোয়া পরিচালনা করা হয়। অনুষ্ঠানে স্থানীয় নেতাকর্মী এবং গণ্যমান্য ব্যক্তিবর্গ অংশগ্রহণ করেন।

প্রথম রোজা থেকেই সরগরম মেহেরপুরের ইফতার বাজার

পবিত্র মাহে রমজানের প্রথম রোজাকে ঘিরে জমজমাট হয়ে উঠেছে মেহেরপুরের ইফতার বাজার।

দুপুর গড়াতেই শহরের অলিগলি, প্রধান সড়ক, হোটেল-রেস্তোরাঁ, মসজিদের সামনে ও ফুটপাথজুড়ে শুরু হয় ইফতারের হাঁকডাক।

ছোট-বড় অস্থায়ী ও স্থায়ী দোকানগুলোতে রঙিন ব্যানার, সাজানো টেবিল আর ভাজাভাজির গন্ধে উৎসবমুখর পরিবেশের সৃষ্টি হয়।

গতকাল বৃহস্পতিবার দুপুরের আগ থেকেই দোকানগুলোতে সাজানো হতে থাকে বাহারি সব মুখরোচক খাবার। বিকেল বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে ক্রেতাদের ভিড় বাড়তে থাকে। ইফতারের আগমুহূর্ত পর্যন্ত চলে বেচাকেনা।

সরেজমিনে দেখা যায়, বিকেলের অনেক আগেই তপ্ত কড়াইয়ে শুরু হয় ভাজাভাজি। ছাঁকনিতে তুলে রাখা হচ্ছে বেগুনি, পেঁয়াজু, চপ ও জিলাপি। পাশাপাশি টেবিলে সাজানো রয়েছে ছোলা, বুন্দিয়া, হালিম, রেশমি কাবাব, গ্রিল চিকেন ও কাচ্চিসহ নানা পদের খাবার। এছাড়া লেবুর শরবত, বেলের শরবত ও তরমুজের শরবতসহ বিভিন্ন পানীয়ও রয়েছে ক্রেতাদের আকর্ষণের কেন্দ্রে।

প্রথম রোজা হওয়ায় অনেকেই একটু আগেভাগেই পরিবারের জন্য পছন্দের ইফতার সামগ্রী কিনতে বাজারে এসেছেন। শহরের বাসিন্দা খোকন জানান, প্রতি বছর পরিবারের সঙ্গে একসঙ্গে ইফতার করেন তিনি। তাই প্রথম দিনেই আগেভাগে বাজারে এসেছেন। তবে এবারের ইফতার সামগ্রীর দাম তুলনামূলক কিছুটা বেশি বলে মনে করছেন তিনি। তারপরও পরিবারের জন্য

পছন্দের বিভিন্ন আইটেম কিনেছেন।

বিক্রেতারা জানান, প্রথম রোজায় ক্রেতাদের আগ্রহ বরাবরের মতোই বেশি। তবে কাঁচামালের দাম বাড়ায় ইফতার সামগ্রীর মূল্যও কিছুটা বেড়েছে। তারপরও ক্রেতাদের চাহিদা অনুযায়ী মানসম্মত খাবার সরবরাহের চেষ্টা করছেন তারা।

সব মিলিয়ে প্রথম রোজায় প্রাণচাঞ্চল্যে ভরে উঠেছে মেহেরপুরের ইফতার বাজার। সন্ধ্যা নামার সঙ্গে সঙ্গে শহরজুড়ে যেন এক ভিন্ন আবহ রোজাদারদের ব্যস্ততা আর ইফতারের প্রস্তুতিতে মুখর চারপাশ।

মেহেরপুরে বসতবাড়ি থেকে ৭১ গ্রাম হেরোইন উদ্ধার, দুইজন পলাতক

মেহেরপুরের মল্লিকপাড়ায় অভিযান চালিয়ে একটি বসতবাড়ি থেকে ৭১ গ্রাম হেরোইন উদ্ধার করেছে মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তর।

ঘটনাটি ঘটে গতকাল বুধবার রাত আনুমানিক সাড়ে ৮টার দিকে রমেশ ক্লিনিকের সামনে রেহানা খাতুন নামের এক মহিলার বসতবাড়িতে। এ ঘটনায় মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ আইন, ২০১৮-এর ৩৬(১) এর ৮(গ), ৪০ ও ৪১ ধারায় দুইজনের বিরুদ্ধে মামলা দায়েরের প্রক্রিয়া চলছে।

অভিযানে জানা যায়, গোপন সংবাদের ভিত্তিতে মিয়াপাড়া এলাকার মোঃ সাহাদাৎ হোসেনের ছেলে মোঃ চঞ্চল (৩৭) ভারতীয় সীমান্ত এলাকা থেকে অবৈধ হেরোইন সংগ্রহ করে মল্লিকপাড়া এলাকার তার খালা মোছাঃ রেহানা খাতুনের (৪০) বসতবাড়িতে সংরক্ষণ করে ব্যবসা করে আসছিলেন।

সংবাদের ভিত্তিতে সহকারী উপপরিদর্শক মোঃ মিনারুল ইসলামসহ ৬ সদস্যের একটি রেইডিং টিম বুধবার সন্ধ্যায় রমেশ ক্লিনিকের সন্নিকটে রেহানা খাতুনের উত্তরমুখী দুই কক্ষবিশিষ্ট একতলা পাকা বাড়ি ঘেরাও করে। তবে অভিযানের সময় আসামিদ্বয়কে বাড়িতে পাওয়া যায়নি।

পরে স্থানীয় দুইজন সাক্ষীর উপস্থিতিতে রাত ৮টার দিকে বাড়িতে তল্লাশি চালিয়ে উত্তর-পূর্ব কোণের শয়নকক্ষে চার তাকবিশিষ্ট একটি প্লাস্টিক র্যাকের নিচের তাকে কাপড়ের ভাঁজে লুকানো অবস্থায় পলিথিনে মোড়ানো একটি হেরোইনের পোটলা উদ্ধার করা হয়।

দাপ্তরিক ডিজিটাল নিক্তিতে ওজন করে হেরোইনের পরিমাণ ৭১ গ্রাম পাওয়া যায়, যার আনুমানিক বাজারমূল্য প্রায় ২ লাখ টাকা।

উদ্ধারকৃত আলামতের মধ্যে ১ গ্রাম হেরোইন নমুনা হিসেবে পৃথক করে সিলগালা করা হয়েছে এবং অবশিষ্ট অংশ যথানিয়মে জব্দ করে বিভাগীয় হেফাজতে নেওয়া হয়েছে।

অভিযুক্ত দুজনই বর্তমানে পলাতক রয়েছেন। মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তরের একজন কর্মকর্তা মামলাটির তদন্ত করবেন বলে জানা গেছে।

এ বিষয়ে আজ বৃহস্পতিবার দুপুরে মোছাঃ রেহানা খাতুন ও মোঃ চঞ্চলের স্ত্রী একটি সংবাদ সম্মেলন করেন। সংবাদ সম্মেলনে মোছাঃ রেহানা খাতুন অভিযোগ করে বলেন, মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তর একটি নাটকীয় অভিযান সাজিয়ে তাদের ফাঁসানোর চেষ্টা করেছে। অভিযানের সময় তিনি বাসায় উপস্থিত ছিলেন না। তার দাবি, তার বসতবাড়িতে কোনো তালা ভাঙার ঘটনা ঘটেনি এবং তিনি অনুপস্থিত থাকা অবস্থায় ঘরে হেরোইন উদ্ধারের দাবি তুলে

মেহেরপুর দারুল উলুম আহমদিয়া কামিল মাদ্রাসার ভারপ্রাপ্ত উপাধ্যক্ষকে বিদায় সংবর্ধনা

মেহেরপুর দারুল উলুম আহমদিয়া কামিল মাদ্রাসার ভারপ্রাপ্ত উপাধ্যক্ষ মোঃ খায়রল আনাম দীর্ঘ প্রায় চার দশক সুনামের সঙ্গে দায়িত্ব পালন শেষে গত ৩০ ডিসেম্বর ২০২৫ খ্রিস্টাব্দে অবসরে গেছেন। গত ১৭ ফেব্রুয়ারি ২০২৬ খ্রিস্টাব্দে মাদ্রাসার হাফিজিয়া শাখা ও পৌর ইমাম সমিতির উদ্যোগে তাকে বিদায় সংবর্ধনা জানানো

হয়।

বিদায়ী বক্তব্যে তিনি সকলের কাছে দোয়া কামনা করেন এবং প্রতিষ্ঠান ও শিক্ষার্থীদের উত্তরোত্তর সাফল্য কামনা করেন। অনুষ্ঠানে শিক্ষক, শিক্ষার্থী, ইমাম সমিতির নেতৃবৃন্দসহ বিভিন্ন শ্রেণি-পেশার মানুষ উপস্থিত ছিলেন।

মেহেরপুরে আদালত চলাকালে এজলাসে পাথর নিক্ষেপ, অসংলগ্ন কথাবার্তা নিক্ষেপকারীর

মেহেরপুর জেলা ও দায়রা জজ আদালতের এজলাসে বিচারিক কার্যক্রম চলাকালে হঠাৎ পাথর নিক্ষেপের ঘটনায় মুহূর্তের মধ্যে থমকে যায় আদালতের স্বাভাবিক কার্যক্রম। আতঙ্কে ছুটাছুটি শুরু করেন আইনজীবী, বিচারপ্রার্থী ও আদালত-সংশ্লিষ্টরা। এ ঘটনায় আদালত প্রাঙ্গনের নিরাপত্তা ব্যবস্থা ও প্রবেশ নিয়ন্ত্রণ নিয়ে নতুন করে উদ্বেগ তৈরি হয়েছে।

গতকাল বুধবার দুপুর পৌনে ১২টার দিকে মেহেরপুর জেলা ও দায়রা জজ আদালতের এজলাসে এ অনাকাঙ্ক্ষিত ঘটনা ঘটে।

প্রত্যক্ষদর্শীরা জানান, বিচার চলাকালে হঠাৎ বিকট শব্দে জানালার কাচ ভেঙে একটি পাথর এজলাস কক্ষের ভেতরে এসে পড়ে। এতে এজলাসে উপস্থিত সবাই আতঙ্কিত হয়ে পড়েন এবং বিচারিক কার্যক্রম সাময়িকভাবে বন্ধ হয়ে যায়।

ঘটনার পরপরই আদালতের বারান্দায় দায়িত্বরত কোর্ট পুলিশের সদস্যরা দ্রুত তৎপরতা দেখান। এ সময় অভিযুক্ত শরীফকে হাতেনাতে আটক করা হয়। তিনি মেহেরপুর শহরের নতুন শেখপাড়া এলাকার বাসিন্দা এবং মৃত রেজাউল করিমের ছেলে।

আদালত সূত্রে জানা গেছে, আটক ব্যক্তিকে আইনজীবীদের উপস্থিতিতে বিচারকের সামনে হাজির করা হলে তিনি স্বীকারোক্তিমূলক বক্তব্য

দেন। সেখানে তিনি দাবি করেন, ইসলামের বাণী পৌঁছে দেওয়ার উদ্দেশ্যে তিনি জেলা প্রশাসক ও পুলিশ সুপারের সঙ্গে যোগাযোগের চেষ্টা করেছিলেন। যোগাযোগ করতে না পেরে এবং আদালতে প্রবেশের অনুমতি না পাওয়ায় ক্ষুব্ধ হয়ে তিনি এজলাস লক্ষ্য করে পাথর নিক্ষেপ করেন।

বিচারকের সামনে দেওয়া বক্তব্যে অভিযুক্ত আরও বলেন, তার বিরুদ্ধে কোনো মামলা নেই এবং রাষ্ট্র সঠিকভাবে পরিচালিত হচ্ছে না। রাষ্ট্র পরিচালনায় ইসলামী আদর্শ অনুসরণের কথা উল্লেখ করে একপর্যায়ে তিনি বলেন, “আমি মরলে শহীদ হব।” এরপর তিনি ধারাবাহিকভাবে অসংলগ্ন ও বিভ্রান্তিকর বক্তব্য দিতে থাকেন বলে আদালত সূত্র জানিয়েছে।

ঘটনার গুরুত্ব বিবেচনায় বিচারকের নির্দেশে অভিযুক্তকে আদালতের হাজতখানায় পাঠানো হয়। পরবর্তীতে দেহ তল্লাশি চালিয়ে তার কাছ থেকে একটি খাতা ও একাধিক কাগজ উদ্ধার করা হয়। এসব কাগজে ধর্মীয় ও রাজনৈতিক বক্তব্যসম্বলিত উস্কানিমূলক ও অস্পষ্ট লেখা পাওয়া গেছে। পুলিশ এসব আলামত জব্দ করেছে। এজলাস কক্ষের ভেতর থেকে নিক্ষিপ্ত পাথরটিও উদ্ধার করা হয়।

এ ঘটনায় আদালতের বেঞ্চ সহকারী মাসুদ রানা ঘটনার বিস্তারিত বিবরণ উল্লেখ করে মেহেরপুর সদর থানায় একটি এজাহার দায়ের করেছেন।

মেহেরপুর সদর থানার ওসি হুমায়ুন কবির ঘটনার সত্যতা নিশ্চিত করে বলেন, “আদালতের এজলাসে পাথর নিক্ষেপের ঘটনায় একটি মামলা হয়েছে। ঘটনার পূর্ণাঙ্গ তদন্ত চলছে। অভিযুক্তের বক্তব্যের পাশাপাশি তার মানসিক অবস্থাও গুরুত্বের সঙ্গে যাচাই করা হচ্ছে।”

এ ঘটনায় আদালত প্রাঙ্গনে দায়িত্বপ্রাপ্তদের নিরাপত্তা ব্যবস্থার কার্যকারিতা এবং ভবিষ্যতে বিচারক, আইনজীবী ও বিচারপ্রার্থীদের নিরাপত্তা নিশ্চিত করার বিষয়টি নতুন করে আলোচনায় এসেছে।